ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কমপিউটারের ব্যবহার এবং বাংলাদেশের অবস্থান

ধরুন একটি সন্ত্রাস বিরোধী সংগঠনের নাম শ্বেত কপোত। আপনি এর সভাপতি। সংগঠনের কাজ ঢাকাতে সীমাবদ্ধ। ফলে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতে আন্দোলনরত সন্ত্রাসবিরোধী গ্রুপগুলোর সাথে আপনাদের তেমন কোন সরাসরি যোগাযোগ গড়ে উঠেনি।

এই অবস্থায় ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে দৈনিক পত্রিকা পড়ে জানতে পারলেন বার জন সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাকে এক মাসের মধ্যে সম্মানজক চাকরি দিয়ে বিদেশে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংগঠনের নীতি নির্ধারনের প্রশ্নে এক জরুরী সভায় আপনারা মিলিত হলেন। সভায় অনেকে অনেক প্রস্তাব দিলো। কেউ বলল, সন্ত্রাসীদের এভাবে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হলো না। কেউবা বলল, সন্ত্রাস করে যদি সম্মানজনক চাকরি পাওয়া যায় তবে কষ্ট করে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া কেন? সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে লটকে দেয়ার কথাও বলল কেউ কেউ। সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একদার আপোষহীন নেত্রী খালেদা জিয়ার নমনীয়তার প্রশ্ন তুলতেও উপস্থিত সদস্যরা কার্পণ্য করল না।

মত বিনিময় শেষে সভার কার্যবিবরণী বইতে সিদ্ধান্ত লেখা হলো— সন্ত্রাসীদের দেশ থেকে বের করার সরকারী সন্ত্রাস প্রসয়মূলক আপোষকামী সিদ্ধান্তটি এভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, সরকার এই সকল সন্ত্রাসীদের বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনদিন ফিরে না আসতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। অর্থাৎ এদেশের জন্মগত নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মানসিক শাস্তি দিতে হবে।তবে সন্ত্রাসীদের যাতে আইনানুযায়ী কঠোর শাস্তি হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে সরকারের উপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। চাপ সৃষ্টির কথা বললেই তো হবে না।

চাপ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সফল কার্যকরী আন্দোলন। সভায় সিদ্ধান্ত হলো, দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে দেশের অন্যান্য সন্ত্রাসবিরোধী গ্রুপগুলোর সাহায্য নেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত তো হলো এখন অন্যসব সন্ত্রাসবিরোধী দলগুলোর সাথে যোগাযোগে উপায় কি? হাতে সময় নিতান্তই কম। না, আমাদের দেশের প্রচলিত মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে এই আন্দোলনকে বেগবান করা সত্যিই দুঃসাধ্য।

এই একই ঘটনা যদি যুক্তরাষ্ট্রে ঘটতো তবে কি হতো জানেন? সংগঠনটি কোন একটি কমপিউটার নেটওয়ার্ক কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করত। তখন সামান্য কিছু অর্থের (মাসে মাত্র ২৫ ডলার) বিনিময়ে কমপিউটার কোম্পানি মুহূর্তের মাঝে দেশের অন্যসব সংগঠনের নিকট আপনার সংবাদটি পৌঁছে দিত।

এখন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ব্যবহৃত পিসিগুলো শুধুমাত্র একটি দক্ষ টাইপ রাইটার কিংবা ক্যালকুলেটর নয়। ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের এক বিরাট হাতিয়ারও বটে।

অনেক সময় দেখা যায় আপনি সমাজের কোন একটি অসংগতিকে ইস্যু করে আন্দোলন করতে চাচ্ছেন অথচ রেডিও, টিভি কিংবা সংবাদপত্র তাদের নিজস্ব পলিসির কারণে জনগণকে আপনার খবরটি জানাতে চাচ্ছে না।

যেমন ধরুন, আমাদের দেশের ডায়াবেটিক হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার কারণে অপারেশন করা পাঁচজন রোগীর একটি করে চোখ নষ্ট হওয়ার ঘটনা পলিসি এবং মালিক স্বার্থের কারণে এদেশের প্রথম শ্রেণীর অনেক জাতীয় দৈনিক ছাপেনি। অথচ মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়টি জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত ইস্যু হওয়ার মতো একটি বিষয়। এদেশে কমপিউটারের বহুল ব্যবহার থাকলে আজ ঠিকই নেটওয়ার্ক কমপিউটিংয়ের মাধ্যমে খবরটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া যেতো।

এতে করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ, সচেতন এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠতো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৪০,০০০ এর অধিক ব্যক্তিগত বুলেটিন বোর্ড রয়েছে। একারণেই যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ক্ষুদ্র বিষয় সাধরণের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদপ্রার্থী রস পেরো তো এক নির্বাচনী সভায় বলেই ফেলেছেন, নেটওয়ার্ক যোগাযোগের অব্যাহত ক্রমোন্নতি একসময় জনগণের মত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হবে। কেউ কেউ বলেছেন, একটা সময় আসবে যখন গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সংসদ কিংবা কংগ্রেসে বসাতে হবে না। জনগণ তাদের সমস্যা এবং মতামতকে সরাসরি জানাতে পারবে। (এর ফলে স্বভাব্য সমস্যাকে তথ্যপ্রযুক্তি কিভাবে মোকাবেলা করবে তা এখনই কেউ বলতে পারছেন না।)

সংসদের বিকল্প হয়ে উঠতে না পারলেও যুক্তরাষ্ট্রের কমপিউটার নিতান্ত কম কিছু করছে না। ওখানকার গ্লোবাল কমিউনিকেশন ইন্সটিটিউটের কাজের আওতায় তিনটি নেটওয়ার্ক বিশেষ ধরণের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। এর মধ্যে পিচ নেট ৯০টি দেশের ৮০০০ যুদ্ধবিরোধী সংস্থার পারস্পরিক যোগাযোগে সহায়তা করছে ইকো নেট আন্দোলন করছে পরিবেশ নিয়ে আর কনফ্লিক্ট নেট জোর দিচ্ছে ইস্যুভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তির উপর। তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে Electronic mail and Information সংক্ষেপে ইএমআই-এর মাধ্যমে।

ইএমআই উন্নত বিশ্বে একটি অতি পরিচিত শব্দ হলেও আমাদের দেশে কমপিউটার নির্ভর এই ব্যবস্থাটি এখনো গড়ে উঠেনি। তবে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নবগঠিত পরিষদের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ মঈন খান এমপি অদূর ভবিষ্যতে এদেশে ইএমআই চালুর ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এটি অনেকটা পিএবিএক্স টেলিফোন লাইনের মতো ব্যাপার। যে সব দেশে এই সুবিধা রয়েছে ঐসব দেশের প্রতিটির একটি নির্দিষ্ট কোড নম্বর রয়েছে। আবার প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে একাধিক সাবস্ক্রাইবার রয়েছে যারা নির্দিষ্ট একটি কোড নম্বর হেল্ড করেন।

প্রতিটি দেশের কোড নম্বরকে আমরা যদি পিএবিএক্স এক্সচেঞ্জ ধরে লই তবে সাবস্ক্রাইবাররা হলো পিএবিএক্স এর এক একটা লাইন। আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য রাশি একদেশের নির্দিষ্ট উৎস থেকে অন্য দেশের কাংখিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই নামমাত্র (মাসে ২০-২৫ ডলার) চার্জ নিয়ে কমপিউটার নেটওয়ার্কগুলো জনগণকে সেবা দিচ্ছে। যা করা এদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিসিসির পক্ষে সম্ভব।

বিজ্ঞজনেরা বলেন, আজ যারা ক্ষমতার বাইরে অথচ যাদের অর্থে দেশ চলে এমন একটা সময় আসবে যখন তারা সব রকমের অব্যবস্থার জবাব চাইবে। তারা চাইবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ঐসময়ে ব্যক্তিগত বুলেটিন বোর্ড এবং কমপিউটার নেটওয়ার্ক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে।

মো: গোলাম নবী

এবার পলিমরফিক্স ভাইরাস

মার্চের আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সেই কমপিউটার ভাইরাস মাইকেল এ্যাঞ্জেলোকে পিছে ফেলে আরো ভয়ঙ্কর এক নতুন প্রজন্মের কমপিউটার ভাইরাস পলিমরফিক্স এবার এসেছে। এটির নাম পলিমরফিক্স রাখা হয়েছে এই কারণে যে এটি অসংখ্য আকার ধারণে সক্ষম। এতে করে ভাইরাস চিহ্নিত করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পরে।

কমপিউটার ভাইরাস বলতে আমরা এখন পর্যন্ত এটাই বুঝি যে, এই অপরাধীকে খোঁজ করা এবং এটিকে পাওয়ার পরই তাকে বিনষ্ট করা। এই পদ্ধতির নাম স্ক্যানিং। এই পদ্ধতিতে কমপিউটারটি ভাইরাস বিশিষ্ট সারিবদ্ধ সংকেতের পূর্ণাঙ্গ তল্লাশী চালায়। পলিমরফিক ভাইরাসগুলি এই কৌশলকে পরাজিত করতে সক্ষম কারণ প্রতিটি স্ক্যানিং-এর সময় তারা ক্ষুদ্র একটা কোনে ঘেরাও হওয়া মাত্রই তাদের সংকেত বা কোড পরিবর্তন করে ফেলে।

প্রথম পলিমরফিকটি ছিল ট্রিপ ভাইরাস যেটির আবির্ভাব হয় ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে। এর নয় মাস পরে আসে টেকুইলা সুইজারল্যাণ্ডের একই ব্যক্তির সৃষ্টি এই দুটি ভাইরাস। এরপর আসে-স্পেন থেকে স্প্যানিশ টেলিকম, ইসরাইল থেকে হাইফা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইনভল।

এ বছরের গোড়ায় কুখ্যাত ভাইরাস স্রষ্টা ডার্ক এ্যাভেঞ্জার তার মিউটেশন ইঞ্জিনটি রিলিজ করে, যেটিতে ভাইরাস লেখকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিভাবে পলিমরফিক কৌশল ব্যবহার করতে হয়। এই ইঞ্জিন ব্যবহার করে লেখা প্রথম ভাইরাস Pogue দেখা দেয় জানুয়ারীতেই। অনেক স্ক্যানিং প্রোগ্রামই এটিকে ধরতে ব্যর্থ হয়। সৌভাগ্যবশতঃ দেখা যায় যে, মিউটেশন ইঞ্জিনিয়ের কামড় তার হাঁক-ডাকের তুলনায় কম। প্রতিরোধকারীরা ইঞ্জিন ভিত্তিক ভাইরাসের পেছনে ধাওয়া করা ছেড়ে দিয়ে ইঞ্জিনে চাবি মারা শুরু করে এবং এটির স্ক্যান কোড স্ট্রিংস বের করে ফেলে। তারা সাফল্যের সাথে ইঞ্জিনের কোডের ওপরই আঘাত হানে। কিন্তু পলিমরফিক ভাইরাসের অটুট অস্তিত্ব একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পলিমরফিক ভাইরাসসমূহ ধরার জন্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করা হয় চেক-সার্মিং-এর ওপর। এটি ভাইরাস ধরার আরেকটি পদ্ধতি। ভাইরাসজনিত তৎপরতা চেক-সামারস মনিটর করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পলিমরফিক ধরতে এটিও ব্যর্থ হয়। অনেক কয়েকটি ক্ষেত্রে এটি ভুয়া সতর্ক সংকেত দিয়ে বসে। পলিমরফিক নিরাপদে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে সার্থকভাবে।

আজম মাহামুদ